পরিবেশ, রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাস - ২

বদরউদ্দিন মোঃ সাবেরী

সূচনার সূচনা পর্ব: প্রথমে বলে রাখা ভালো লেখাটি কোনও মৌলিক রচনা নয়, ফ্রিটজফ কাপরার "দি ওয়েব অব লাইফ", মিশিও কাকুর "প্যারালাল ওয়ার্ল্ডর্স" গ্রন্থদ্বয়, এবং ফরহাদ মজহারের "সন্ত্রাস, আইন ও ইনসাফ" নামক প্রবন্ধ থেকে অকৃপণ ভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, টুকলিফাই, অর্থাৎ সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে।

বধূ শুয়ে ছিল পাশে--শিশুটিও ছিল,
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো--জোৎস্নায়,--তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল--লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায়
এবার।

----জীবনানন্দ দাশ

পরিবেশ রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাস পর্ব # ২

[আগের সংখ্যাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন]

মোদ্দা কথা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং কর্পোরেট অর্থনীতিবিদদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রে বাতাস,জল,মাটি কেবল মুক্ত বানিজ্যের তকমায় আজ কেবল আর সহজ প্রাপ্য বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকছেনা,এদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র সামাজিক সম্পর্কের ভদ্রস্থ সকল উপায় ও আবেগকে করেছে ক্রমাগত যান্ত্রিক, যা ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রসারকেও করছে ব্যাহত। বর্তমান বিশ্ব বাজারে ক্রিয়াশীল বহুজাতিব সংস্থা সমুহের চরিত্র বিশ্লেষনে আমরা দেখতে পাই,তারা তাদের মুনাফা লুটে নিচ্ছে পরেবেশ এবং জীবন মাত্রার মান ক্রমাগত ধ্বংসের মাধ্যমে,এবং এমন সব উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে,যাতে রয়েছে সর্বস্তরের জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার। বাজার সম্পর্কিত তথ্য,উপাত্ত এবং পণ্য সম্পর্কিত তথ্য সমন্ধে দেওয়া হচ্ছে ভুল ধারণা। আমরা এক কথায় বলতে পারি রাষ্ট্র এবং বহুজাতিক সংস্থাসমুহ থেকে জনগন বিচ্ছিন্ন থাকছে অপ্রতুল তথ্য ও উপাত্ত সম্পর্কে। এবং এক্ষেত্রে পরিবেশ গত শিক্ষাই আমাদের আমাদের যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য ধারণা দিতে পারে। এ'ধরনের আপদকালীন অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়ার উপায় হিসেবে 'পরিবেশগত কর' ব্যবস্থা প্রণয়নের ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। এ'ধরনের নয়া কর প্রবর্তন হতে হবে যুগপত ভাবে কঠোর ও রাজস্ব নীতিমালায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, এক্ষেত্রে কর বোঝা পরিবর্তনের নীতিমালাও গ্রহন করা যেতে পারে।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে সমগ্র আলোচনায়, পরিবেশ, এর সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা, এবং সর্বোপরি 'পরিবেশ কর' আরোপের কথা থাকলেও বক্তব্য গুলি নিছক পান্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য নয়। রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার অধীনে পরিবেশ এবং এর সম্পদ,সব কিছুর মালিকানা আম জনতা এ'কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বর্তমান জমানার বহু মূল্যবান খাদ্য, তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদির

যোগানদার প্রকৃতি,এবং তা বিনা ওজরে বিদেশী কোম্পানীগুলির কাছে তুলে দেওয়া হবে জনগণ তা অবশ্যই সইবেনা। জনগণ প্রতিবাদ মুখর হলে বহুজাতিক কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদের এ' দেশীয় দোসর রাষ্ট্র নামক উজবুগি থাবায় জনগনকে দাবায় হত্যার মাধ্যমে। রাষ্ট্র আসলে কি? আমরা এ'দার্শনিক বিতর্কে না গিয়ে এক কথায় বলতে পারি নির্যাতিত ও শোষিতের উপর বল প্রয়োগের এক শাসিত সংস্থার নাম হচেছ রাষ্ট্র। আর এতে হামলিয়ে পড়ে পৈশাচিক উম্মাদনায়,সহযোগী গোষ্ঠি যেমন, পুলিশ, বিডিআর, মিলিটারি, র‍্যাব ইত্যাদি। অন্যদিকে তাবেদারি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট মহামতি লেনিন শনাক্ত করেছিলেন, এক:সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দের মীমাংসা না হওয়ার ফল হচ্ছে রাষ্ট্র। দুই:রাষ্ট্র হচ্ছে বলপ্রয়োগের হাতিয়ার যে হাতিয়ারের মধ্যে আছে সামরিক বাহিনী পুলিশ ও বলপ্রয়োগের জন্য সশস্ত্র ও নিরস্ত্র নানান বাহিনী,কারাগার ইত্যাদি। তিন:রাষ্ট্র হচ্ছে নিপীড়িত শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার এবং চার: বলভিত্তিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরার সম্পর্ক'-র সম্পর্ক বিচার। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক রাষ্ট্রিয় নামক এ'যন্ত্রে যারা অধিষ্ঠিত আছেন,তারা কেন রাষ্ট্র নামক সংস্থার সাইনবোর্ড ব্যবহার করে অত্যাচার ও শোষণ চালান,কেনইবা বিদেশী সংস্থার তথাকথিত সম্পদ রক্ষার নামে নিরীহ মানুষ হত্যা করেন। প্রশ্নটি ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই। যুগ যুগ যাবত দুর্বলের উপর মেহনতী ও শোষিত জনতার ওপর জুলুম ও নির্যাতন অর্থাৎ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, এটাকে রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার অধীনে আইনী উপায়ে জায়েজ করার এক অপচেষ্টা থাকে। প্রকৃতির মধ্যেই সন্ত্রাস আছে, অতএব এটা কোনও দার্শনিক বা নৈতিক সংকট নয়,এই কথাটা চার্লস ডারউইনের লেখার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিবর্তন সংক্রান্ত্ম যে ধারণা গড়ে উঠেছে সেখান থেকেও রসদ সংগ্রহ করে। যেমন প্রাকৃতিক নির্বচন বাদ দিলে সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রকৃতির অন্ত্মর্গত স্বভাব। বাঘ যেমন হরিণ খায়, সাপ যেমন ব্যাঙ খায়,কিংবা চিল যেমন মাছ,ঠিক তেমনই সন্ত্রাস ও সহিংসতাও আগাগোড়া প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার। ইতরোচিত ডারউইনবাদ বা ডারউইনের লেখালেখি থেকে রসদ পাওয়া সেই অতি পরিচিত আইনী দর্শন বা তত্বটাও আমাদের জানা যে প্রাকৃতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য সহিংসতা বা সন্ত্রাসও বৈধ। বাঘ মানুষ খেলে সেটা প্রাকৃতিক দিক থেকে ন্যায্য হয়,তাহলে শক্তিমান দুর্বলকে আত্নসাৎ করলে সেটাও বৈধ। কারণ সেটাও হল প্রাকৃতিক একটা প্রক্রিয়া মাত্র। ঠিক একই যুক্তিতে বর্তমান জোট সরকার ফুলবাড়িতে কয়লা খনি বিদেশীদের হাতে নাম মাত্র মূল্যে তুলে দেন গায়ের জোড়ে,এটাও একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। ঠিক একই যুক্তিতে ফুলবাড়িতে নিরীহ,নিরস্ত্র জনগণের উপর পুলিশ ও বিডিআরের হামলা ও হতাহত করণ সেটাও ন্যায্য? কারণ প্রাকৃতিক ভাবে যে শক্তিশালী সে দুর্বলের ওপর বলপ্রয়োগ করবেই। এক্ষেত্রে সমাধান বা অন্য আশ্রয়ের আশায় ভাবাবেগ বা ভাবুকতার আশ্রয়কে আমি শক্তিশালী হাতিয়ার মনে করি।

আমাদের অবচেতন মনের অন্ধকার দিকটা আলোর দিকে ধাবিত হবে,যখন আমরা আমাদের অবচেতন মনকে সত্য ও আলোর পথে প্রসারিত করতে পারব। সিগমন্ড ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন ভালবাসা এবং কার্মই এ'ক্ষেত্রে মোক্ষম হাতিয়ার। যে কোনও ন্যায্য উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনও কর্ম আমাদের দেয় দায়িত্ব এবং সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য। যা একটি সম্যক ধারণা যোগায় আসন্ন স্বপ্ন ও পরিশ্রমের। ন্যায্য উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কর্ম কেবল জীবনের গাঠনিক কাঠামো ও শৃংখলা নির্দেশ করেনা, যা দেয় গৌরব, আবেগ ভালবাসা ও সৌহার্দতা। অপরপক্ষ্যে ভালবাসা এমন একটি মৌলিক আবেগ যা সমাজের গাঠনিক কাঠামোকে করে

আরও সুন্দর ও শ্বাশত। ভালবাসা ব্যতিরেকে আমরা শূণ্য,দিকহারা,শিকড়হীন। ভালবাসাহীন আমরা আমাদের নিজস্ব ভূমিতে দিকহারা,অসহায় ও অন্যান্য অনূভূতিতে অচল ও অক্ষম।

ভালবাসা ও কর্ম ব্যতীত আরও দুটি ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে যা জীবনের উপাদান ও অর্থকে করে আরও সুসংহত। প্রথমত, আমরা আমাদের নিজস্ব মেধা ও স্বকীয়তার সর্বেচ্চ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরন। যে ধরনের মেধার অধিকারীই আমরা হইনা কেন তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উন্নয়ন,তা যেন ধংস ও বিলুপ্ত না হয়,সেদিকে নজরদারি জোড়দার। আমরা অনেকেই হতাশ শৈশব কালে আমরা যে সব প্রতিভার ফুলঝুড়ি দেখিয়েছিলাম,পরিণত বয়সে এসে তার যথাযথ ফলিত প্রয়োগে অপারগতা,কিন্তু মনে রাখা দরকার নিজেকে দোষারোপ করার পূর্বে,বর্তমান মওজুদ মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই হতাশাগ্রস্থ না হওয়া। দ্বিতীয়ত,আমরা আমাদের পৃথিবীকে এমন একটা অবস্থানে রেখে যেতে চাই তার চেয়েও ভাল অবস্থায়,যে অবস্থায় আমরা একদিন প্রবেশ করেছিলাম। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি,পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে সোচ্চার হওয়া,পরিবেশের অনুকূলে ব্যক্তিগত অবদান রাখা,সামাজিক শান্তি ও ন্যায় বিচারে নিজেদের অংশগ্রহণ আরও জোড়দার করা ও সোচ্চার হওয়া,পরিবেশের পরিচর্যা করা,পরিবেশের একজন অংশীদার হিসেবে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা এ'ক্ষেত্রে সামান্য হলেও প্রয়োগ করা।

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]